দৈনিক খবর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ

নিয়ন্ত্রকের অজ্ঞতা ঃ ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে ছাত্রদের ভোগান্তির অভিযোগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ৩০শে আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে অনেক মেধাবী ছাত্রদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব হারাতে হয়েছে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির কোন সামঞ্জস্য নেই। ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের দাবীতে আন্দোলন ও হয়েছে কিন্তু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের খামখেয়ালী ও অযোগ্যতার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির কোন পরিবর্তন হয়নি। দৈনিক খবরে গতবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ তুলে ধরা হয় এবং এসব সমস্যা সমাধানে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলে পরীক্ষা পদ্ধতির কতিপয় সংশোধন করা হয়। কিন্তু বর্তমান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অজ্ঞতার জন্য এখনো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতিতে অনেক ত্রুটি বিরাজমান। ছাত্ররা যখনই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতির কথা তুলে ধরেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তখন সাত পাঁচ বুঝিয়ে ছাত্রদের বিদায় করে দেন। অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অযোগ্যতা ধরা পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অসুস্থতা কিংবা অন্যকোন কারণে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে কিংবা কোন টার্ম বা কোর্স পরীক্ষায় আশানুরূপ নাম্বার না পেলে পরবর্তীতে তাদের জন্য বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কোন নিয়ম নেই। ফলে দেখা গেছে অনেক মেধাবী ছাত্র ও অসুস্থতার জন্য কিংবা আকস্মিক কোন কারণে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না পেলে পরবর্তীতে সে আর বিকল্প পরীক্ষার সুযোগ পায় না ফলে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্বই শেষ হয়ে গেছে কিংবা প্রথম শ্রেণী পাবার মত ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করেছে কিংবা তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। এমনই অবস্থার শিকার হয়ে ইতিমধ্যেই অনেক ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে সাপলিমেন্টারী পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করার দাবীতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সংগঠন ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুললে বর্তমান ভিসি এবার থেকে সাপ্লিমেন্টারী চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখানে ও কিছু ত্রুটি রয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্র যে বিষয়ে পরীক্ষা খারাপ করেছে তাকে শুধুমাত্র সেই বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রত্যেক ছাত্রকেই অনার্স চূড়ান্ত বর্ষের সব কয়টি বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার বিধান চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া পরীক্ষার মাত্র ১৫/১৬ দিন পূর্বে পরীক্ষার নোটিশ দেয়া হয়েছে। দেখা গেছে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অফিসিয়াল আনুষ্ঠানিতা শেষ করতে করতেই ৭/৮ দিন সময় লেগে যাচ্ছে। ফলে বাকী মাত্র ৭/৮ দিন পড়াশুনা করে পরীক্ষায় কতটুকু ভাল ফলাফল করবে তা পরীক্ষার্থীরা নিজেই সন্ধিহান। পরীক্ষার্থীদের এবং ছাত্রদেরও অভিযোগ শুধুমাত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অজ্ঞতা, খামখেয়ালীর জন্যই ছাত্রদের এই সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিভিন্ন বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা নিয়েও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে যেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল ফলে ছাত্রদের দাবী হল একটি মাত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করে সেশন জটের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা হোক। এ ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি ছাত্রের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের খামখেয়ালীর জন্যই একটি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হচ্ছে না। মাস্টার্স শ্রেণীর পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বিরোধী বে-আইনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ফলে ছাত্রদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে মাস্টার্স শ্রেণীর কোর্স সমাপ্ত

৫-এর পাতায় দেখুন

নিয়ন্ত্রকের অজ্ঞতা

৬ এর পাতার পর

হবার পর মাত্র একটি পরীক্ষা গ্রহণের বিধান সিন্ডিকেট কর্তৃক গৃহীত আইন রয়েছে। ছাত্ররা মাস্টার্স একটিমাত্র পরীক্ষার দাবী জানালে ভিসি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নোট ভিসি অফিসে দাখিল করতে নির্দেশ দেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অনার্স শ্রেণীর প্রতিবর্ষের দু'টি পরীক্ষার যে বিধান রয়েছে মাস্টার্স শ্রেণীতেও একইভাবে দু'টি পরীক্ষার বিধান রয়েছে বলে ভিসি অফিসে নোট প্রদান করেন এবং ভিসি সেই নোটেই স্বাক্ষর করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ছাত্ররা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বিধানের কথা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ থাকলে কি হবে আমাকে এ ব্যাপারে পূর্বে কিছু জানানো হয়নি। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে পরীক্ষা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিজেই জানেন না এ ব্যর্থতা কার? আর কর্মকর্তাদের অজ্ঞতার জন্য ছাত্ররাই বা কেন এর মূল্য দিবে?

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে নিয়োজিত কে এম আশরাফ এখানে ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ডঃ মোমতাজ উদ্দীনের শাসনামলে এ কে এম আশরাফকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদে নিয়োগদান করেন। তিনি এখনও এই পদে বহাল রয়েছেন। অথচ পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন অভিজ্ঞতাই তার নেই। ফলে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই অনেক ছাত্রকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের খামখেয়ালী ও অজ্ঞতার শিকার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।